



136774 - যবে ব্যক্তী পরীক্ষাতে নকল করছে এবং আল্লাহ্ তার দোষ গোপন রখেছেন; তার উপর কী নজিরে দোষ প্রকাশ করা অনবির্য়?

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তী পরীক্ষাতে নকল করছে এবং আল্লাহ্ তার দোষ গোপন রখেছেন; তার উপর কী নজিরে দোষ প্রকাশ করা অনবির্য়? প্রশ্ন হলো: কয়েক দিনি আগে আমাদরে একজন শিক্ষিকা এসছেন। তিনি ক্লাস শেষে করার পর এবং আমরা তার কাছে পরীক্ষার উত্তরপত্র জমা দয়ার পর; যারা পরীক্ষাতে নকল করছে কথিবা কোন ছাত্রীকে নকল করতে সহযোগিতা করছে তাদরে জন্য বদদোয়া করা শুরু করলনে এভাবে: আল্লাহ্ যনে সে সব ছাত্রীর মুখোশ উন্মোচন করে দনে, তাদরে জন্য বশিবদিয়ালয়ে ভরতরি পথ বুদ্ধ করে দনে এবং বশিবদিয়ালয়ে ভরতি হতে পারলও আল্লাহ্ যনে তাদরে সময়ে বরকত দান না করনে। এভাবে তিনি ভবিষ্যতরে সাথে সম্পৃক্ত যা কিছু আছে সেগুলো নিয়ে বদদোয়া করতে থাকলনে। তিনি আরও বললনে: কয়ামতরে দিনি তিনি আমাদরেকে ক্ষমা করবনে না। ফায়লিতুশ শাইখ! ‘আমি নকল না-করা’ এটা কী আমার উপর এই শিক্ষিকার প্রাপ্য অধিকার? উল্লেখ্য, আমি শেষে বর্ষে পড়ছি। ইতপূর্বে আমি স্বচেছায় বশিষেতঃ এই সাবজেক্টে নকল করনি। শুধু একবার এক ছাত্রীর কাছ থেকে উত্তরটি শুনছেলাম। যবে ছাত্রীর সাথে আমার ক্লাসে সহপাঠিনীর সম্পর্ক ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নই। তার কাছ থেকে আমি জবাবটি শুনলে লিখেছেলাম। আমি জানি যবে, নকল করা হারাম। এখন আমার উপর কী স্বীকার করা আবশ্যিক? যদি আল্লাহ্ আমাকে আচ্ছাদতি রাখনে; আমি কী নজিরে নজিরে মুখোশ উন্মোচন করব? উল্লেখ্য, আমি আসলই ভীতসন্ত্রস্ত। আমার চূড়ান্ত আশা হলো বশিবদিয়ালয়ে চান্স পাওয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

পরীক্ষাতে ও অন্যান্য কষতেরে নকল করা হারাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তী জালিয়াত করে সে আমাদরে দলভুক্ত নয়” [সহি মুসলিম (১০১)]

যবে ব্যক্তী এমন কিছু করে ফলেছে তার উপর আবশ্যিক আল্লাহ্র কাছে তাওবা করা। নজিকে উন্মোচন করা তার উপর আবশ্যিকীয় নয়। বরঞ্চ আল্লাহ্র আচ্ছাদনে নজিকে আচ্ছাদতি রাখাই বাঞ্ছনীয়। সে নজিরে গুনাহর জন্য অনুতপ্ত হবে এবং এমন গুনাহ পুনরায় না করার দৃঢ় সংকল্প করবে। ইমাম মুসলিম সহি গ্রন্থে (২৫৯০) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করছেন যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ্ যবে ব্যক্তির গুনাহ দুনিয়াতে ঢেকে রখেছেন; তিনি তার গুনাহ কয়ামতরে দিনিও ঢেকে রাখবনে।”

এটি তাওবাকারীর জন্য সুসুংবাদ যবে, যার দোষ আল্লাহ্ দুনিয়াতে ঢেকে রেখেছেন আখিরাততেও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মর্মেটিকে আরও তাগদি করতে গিয়ে বলেন যা ইমাম আহমাদ মুসনাদ গ্রন্থে (২৩৯৬৮) আয়শি (রাঃ) থেকে সংকলন করছেন যবে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তিনিটি বিষয়ে আমি হলফ করতে পারি। ইসলামে যার একটি হলেও শয়োর রয়েছে আল্লাহ্ তাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা করবেন না ইসলামে যার কোন শয়োর নাই। ইসলামের শয়োর তিনিটি: নামায, রযো ও যাকাত। আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়াতে যবে বান্দার অভিব্যক্তিব গ্রহণ করছেন; এমনটি হবে না যবে, কয়ামতের দনি তিনি তাকে অন্য কারো অভিব্যক্তিব ছড়ে দবিনে। যদি কোন ব্যক্তিক কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথেই রাখবেন। আর চতুর্থটির উপর আমি যদি হলফ করি আশা করি আমি গুনাহগার হব না। সটেই হলো: যদি আল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন বান্দার দোষ ঢেকে রাখেন তাহলে কয়ামতের দনিও তিনি তার দোষ ঢেকে রাখবেন।” [আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহি’ গ্রন্থে (১৩৮৭) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আত্মতরুটি ঢেকে রাখার নরিদশে দয়িছেন। তিনি বলেন: “তোমরা এসব নোংরা কাজ থেকে বঁচে থাক; যগেলো থেকে আল্লাহ্ নষিধে করছেন। কটে যদি কোনটি করে ফলে তাহলে সে যনে আল্লাহ্ আচ্ছাদন দয়ি নজিকে ঢেকে রাখে।” [সুনানে বাইহাক্বী, আলবানী ‘আস-সলিসলিতুস সাহিহি’ গ্রন্থে (৬৬৩) হাদিসটিকে সহি বলছেন]

পূর্ববোক্ত আলোচনার প্রকেষতি:

যবে ব্যক্তি পরীক্ষাতে নকল করছে তার উচতি এর থেকে তাওবা করা, পুনরায় এটি না করা এবং নজিরে দোষ ঢেকে রাখা।

আর আপনি যদি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞেসে না করে থাকেন; বরং তার কাছ জিজ্ঞেসে করা ছাড়া এমনতি শুনতে থাকেন তাহলে এটি নকল (জালিয়াতি) হিসেবে গণ্য হবে না। ইনশাআল্লাহ্, আপনি আপনার সহপাঠনিকে জিজ্ঞেসে করা বা ইশারা-ইঙ্গতি চাওয়া ব্যতীত তার কাছ থেকে শুনতে যা লখিছেন এর জন্য আপনার কোন গুনাহ হবে না।

নকলকারীর জন্য শিক্ষিকার বদদোয়া করা; যভেবে প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়ছে; আমাদের কাছ মনে হচ্ছে: এতে সীমালঙ্ঘন ঘটছে। যহেতে নকল করা (জালিয়াতি করা) এটি শিক্ষিকার অধিকার নয় এবং ব্যক্তি শিক্ষিকার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। বরং এটি আল্লাহ্ অধিকার। এ কারণে শিক্ষিকা কষমা করা বা না-করার সাথে এটি সম্পৃক্ত নয়। যদি শিক্ষিকা কেবল নকল কারনীর পরচিয় তার সামনে উন্মোচন করার দোয়ায় সীমাবদ্ধ থাকতেন তাহলে হয়তো এর কোন যুক্তকিতা থাকত। কিন্তু তিনি বদদোয়া করতে গিয়ে উচতিরে চয়ে বশো সীমালঙ্ঘন করছেন। সম্ভবতঃ তিনি ছাত্রীদেরকে ভয় দখোতে চয়েছেন এবং নকল থেকে নবিত করতে চয়েছেন।

আল্লাহ্ আমাদেরকে, সেই শিক্ষিকাকে ও সকল মুসলমিকে কষমা করে দনি।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।